প্রথম আলো

তারিখ ..01 JUN 2015...
পৃষ্ঠা ...১০... কলাম ...২......

editorial@prothom-alo.info

এসএসসি পরীক্ষার ফল

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে

গত বছরের তুলনায় এবারের এসএসসি পরীক্ষায় গড় পাসের হার প্রায় ৫ শতাংশ কমেছে, এটি কারও কারও কাছে নেতিবাচক মনে হতে পারে। তবে রাজনৈতিক সহিংসতা ও ভয়ভীতির মধ্যে অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষায় ১০টি বোর্ডে ৮৭ শতাংশের বেশি পাস করার বিষয়টিও উপেক্ষণীয় নয়। পাঁচ সপ্তাহের পরীক্ষা শেষ হতে লেগেছে প্রায় নয় সপ্তাহ। তারপরও পরীক্ষার ফল যথাসময়ে প্রকাশ করে মন্ত্রণালয় প্রায় ১৩ লাখ শিক্ষার্থীকে সম্ভাব্য সেশনজটের বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে।

গণিতে এবার প্রথম সৃজনশীলপদ্ধতি শুরু হওয়ায় এ বিষয়ে অনুত্তীর্ণের হার গত বছরের চেয়ে বেশি। এ রকম হওয়ার কথা নয়। কারণ, গণিতের সৃজনশীলপদ্ধতির প্রশ্নের উত্তরে প্রতিটি ধাপে আলাদা নম্বর দেওয়া হয়। একটি ধাপে ভুলের জন্য পুরো প্রশ্নের উত্তরে শূন্য পাওয়ার সুযোগ নেই। বলা হয়, গণিতের সৃজনশীলপদ্ধতিতে কারও ফেল করা কঠিন। সৃজনশীল গণিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে আগামী বছর হয়তো এ বিষয়ে পাসের হার অনেক বেড়ে যাবে।

'সেরা ২০ বা ১০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' হিসেবে তালিকা প্রকাশের পদ্ধতিটি আগামী বছর থেকে বাতিল করার ঘোষণা পীড়াদায়ক হলেও এক অর্থে ভালো। কারণ, সেরা ২০-এ থাকার জন্য 'অস্বাভাবিক, অনৈতিক ও অসৎ পথ' অবলম্বনের দুঃসংবাদ আমাদের শঙ্কিত করেছে। এ ধরনের অনৈতিকতা যেকোনো মূল্যে বন্ধ করতে হবে।

জিপিএ-৫ পেয়েছে প্রায় ১ লাখ ১২ হাজার। সেরাদের মধ্যে সেরা এই শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করাই এখন সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে প্রচলিত এমসিকিউ বা বহুনির্বাচনী প্রশ্ন রাখা না-রাখার প্রশ্নটিও সামনে এসেছে। এ ব্যাপারে সব দিক ভেবেচিন্তেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, যেখানে উন্নত দেশগুলোতেও এ পদ্ধতি চালু আছে।

ভবিষ্যতে ভালো ফলের জন্য শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের এখনো কেন বাড়তি টাকা দিয়ে কোচিং সেন্টারে যেতে হয়? গাইড বইয়ের আশ্রয় নিতে হয়? শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়ন চাইলে এই দুই ভূতকে তাড়াতেই হবে।